মিল অমিল

ছবি একই কিন্তু কিছু কিছু জিনিস মিসিং। দেখি তো তোমরা বলতে পারো কিনা! প্রথম ছবিতে এমন কী কী জিনিস আছে, যা পরের ছবিতে নেই। সেগুলো কী কী?

প্রজাপতিও হয় ময়ূরের মতো!

প্রজাপতির ডানা দেখে অবাক হয়েছিলেন অনেক কবি-সাহিত্যিক। তাঁদেরই একজন কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, ‘কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা।’ রংবেরঙের প্রজাপতি দেখলে আসলে ভালো না লেগে উপায় নেই। পৃথিবীতে প্রায় ২০ হাজার প্রজাতির প্রজাপতি আছে। একেকটার সৌন্দর্য একেক রকম। সুন্দরী প্রতিযোগিতা হলে ওদের মধ্যে সেরাজনকে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। তবে সেই তালিকায় নীচের প্রজাপতিগুলো এগিয়ে থাকবে নিশ্চিত।

সোয়ালো টেইল বাটারফ্লাই

বেগুনি ফুটকিওলা এ প্রজাপতির আর এক নাম গ্রাফিয়াম ওয়েস্কি। সোয়ালো পাখির মতো এদের পাখার নীচটা বেশ লম্বা আর ঝোলানো। সে জন্য এদের সোয়ালোটেইল (দীর্ঘ লেজবিশিষ্ট) বলা হয়। বিশ্বে প্রায় ৫৫০ প্রজাতির সোয়ালোটেইল প্রজাপতি দেখা যায়। এদের মধ্যে সেরা নিউগিনির বেগুনি ফুটকিওলা সোয়ালোটেইল।

লাল লেসউইং

এই প্রজাপতির ডানা সাধারণ লাল বা কমলা হয়। ডানার চারদিক লেস বা ফিতার মতো। সেখান থেকেই এদের নাম হয়ে লেসউইং। এদের বাস ভারত, নেপাল, চিন, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ায়।

নীল মর্ফো

গ্রিক পুরাণে ট্রয়ের হেলেনের স্বামী ছিলেন স্পার্টার রাজা মেনেলাস। তাঁর নামেই এ প্রজাপতির বৈজ্ঞানিক নাম মর্ফো মেনেলাস (Morpho menelaus)। বিশ্বে প্রায় ২৯ প্রজাতির মধ্যে নীল মর্ফো দেখতে সবচেয়ে সুন্দর। ডানা ছড়ালে এদের প্রশস্ততা প্রায় ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি হয়। দক্ষিণ, মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোতে এদের বাস।

লেপার্ড লেসউইং

লেপার্ড লেসউইংদেরও ডানার চারদিকে লেস বা ফিতের মতো একটি অংশ থাকে। আর লেসের ভিতর থাকে চিতাবাঘের মতো ডোরাকাটা। তাই এ প্রজাপতিদের নাম লেপার্ড বা চিতাবাঘ লেসউইং। ভারত, চিন, সিঙ্গাপুর ও মালয় উপদ্বীপে এদের বাস।

ময়ূর প্রজাপতি

কোথায় ময়ূর আর কোথায় প্রজাপতি! কিন্তু সোনার পাথরবাটি না হলেও ময়ূর প্রজাপতি কিন্তু সত্যিই হয়। ইংরেজিতে হল পিকক বাটারফ্লাই। এদের ডানায় চোখের মতো দুটি ফুটকি দেখে মনে হবে, ওরা বুঝি রাগী চোখে তাকিয়ে রয়েছে। সে ভয়েই শত্রুরা এদের ঘাঁটায় না। এশিয়ার কয়েকটি দেশে এবং ইউরোপে এদের দেখা যায়।

অস্ট্রেলিয়ান পেইন্টেড লেডি

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে এ প্রজাপতির দেখতে পাওয়া যায় বলেই এদের নামের সঙ্গে দেশটির নাম জুড়ে আছে। এদের ডানায় রংবেরঙের নানান প্যাটার্নের আঁকিবুঁকি। সে কারণেই এদের দেখলে যে কারও চোখ জুড়িয়ে যাবে।

মনার্ক বাটারফ্লাই

প্রজাপতি জগতের বিস্ময় মনার্ক বাটারফ্লাই। এরা পরিযায়ী প্রজাপতি। শীতকালে অতিথি পাখিদের মতো এরাও ঠান্ডা থেকে বাঁচতে প্রায় চার-পাঁচ হাজার কিলোমিটার পাড়ি দেয়। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে এরা দলবেঁধে পাড়ি জমায় মেক্সিকোতে।

ম্যাজিক

ছবির মাছ

ঢুকল হাঁড়িতে

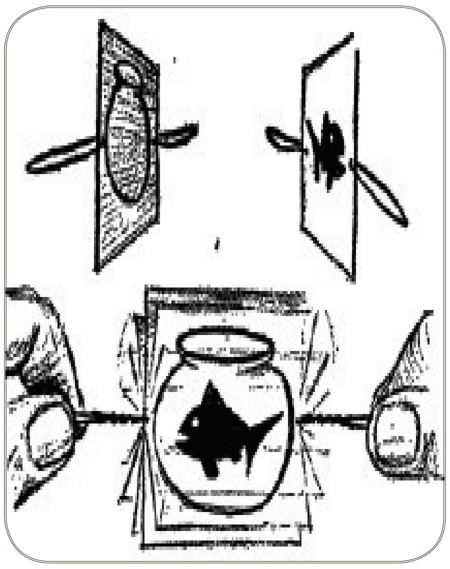

দেড় ইঞ্চি পুরু একটা পিচবোর্ড চৌকো করে কেটে নাও। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে দু-পাশে ফুটো করে তার মধ্যে একটা ছোট দড়ি পরাও। এবার পিচবোর্ডের একদিকে একটা মাছ ও উলটোদিকে একটা বড় হাঁড়ি আঁকো। তোমার হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী ব্যবহার করে দড়ি দুটো ধরো। এখন বুড়ো আঙুল তর্জনীতে বুলিয়ে পিচবোর্ডটাকে খুব তাড়াতাড়ি ঘোরাতে থাকো। পিচবোর্ডটা যখন জোরে ঘুরবে তখন তুমি দেখবে এক অবাক কাণ্ড। মাছটা হাঁড়ির মধ্যে ঢুকে আছে।

আমাদের চোখের সামনে থেকে কোনও ছবিকে সরিয়ে নেওয়ার পরেও এক সেকেন্ডের কিছু কম সময়ের জন্য চোখের তারা সেই ছবি ধরে রাখতে পারে। তাই পিচবোর্ডটা জোরে ঘোরাবার সময় মনে হয় মাছটা হাঁড়ির মধ্যে ঢুকে আছে। করেই দেখো না!

আঁকিবুকি

১. শুভ্রনীল বসাক, দ্বিতীয় বর্ষ, ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, ২. অদৃজা সিংহ, পঞ্চম শ্রেণি, চাঁচল রানি দাক্ষায়ণী গার্লস হাইস্কুল, ৩. দেবাঙ্কন বিশ্বাস, প্রথম বর্ষ, ময়নাগুড়ি গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

এ সপ্তাহে কবে কী?

সত্য স্বীকার দিবস

১৫ মার্চ

একটা কথা পেটে চেপে রাখা বেশ কঠিনই কিন্তু। পেটে কথা জমতে জমতে নাকি বদহজমও হয়। সুতরাং, ১৫ মার্চ পেটের কথা, বিশেষ করে একদম নির্ভেজাল সত্য কথাগুলো কাছের কাউকে বলে ফেলো। দেখো, কেমন হালকা হালকা লাগবে।

তথ্য-স্বাধীনতা দিবস

১৬ মার্চ

তথ্য হোক সবার জন্য উন্মুক্ত। তবে সব তথ্য নয়। যেসব তথ্য জানার অধিকার আমাদের আছে, সেসব যেন সবাই জানতে পারি-এমনটাই বলা হয় এ দিবসে। যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ প্রেসিডেন্ট জেমস মেডিসনের জন্মদিনেই দিবসটি পালিত হয়। কারণ, মেডিসনই যুক্তরাষ্ট্রে অধিকার আদায়ের বিল পাস করার পিছনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন।

ডুবোজাহাজ দিবস

১৭ মার্চ

সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ উদ্ভাবিত হয়েছিল ১৬২০ সালে! আবিষ্কারক ছিলেন করনেলিয়াস

ড্রেবেল। এরপর অবশ্য আরও নতুন নতুন প্রযুক্তির দারুণ সব সাবমেরিন উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। সমুদ্রতলের গভীরে ডুব দেওয়ার এই জলযান ব্যবহৃত হয় বিচিত্র সব কাজে। এসব অভিযানে প্রাণ হারিয়েছেন অনেক অভিযাত্রী।

এই দিনটিতে তাঁদেরও স্মরণ করা হয়।

মা-বাবাকে ভুল বুঝো না দিবস

১৮ মার্চ

জীবনে মা-বাবার বকা খায়নি-এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অনেক সময় অবশ্য বিনা কারণেই বকা খাই আমরা। সে কারণে রাগও হয় আমাদের। কিন্তু তাই বলে কি সেই রাগ পুষে রাখা যায়? একেবারেই না। তাই ১৮ মার্চে মা-বাবার উপর যত রাগ-ক্ষোভ আছে ঝেড়ে ফেলো!

হাঁস-মুরগি দিবস

১৯ মার্চ

ভোরবেলা মোরগের ডাক শুনে ঘুম ভাঙে অনেকেরই। সে সুযোগ না পেলেও সকালের খাবার

টেবিলে একটা ডিম তো থাকেই সপ্তাহের কোনো কোনো দিন। মোটকথা, মুরগি বা হাঁস ছাড়া একটা দিনও যেন কল্পনাই করা যায় না! কেবল ডিম-মাংসের জন্যই তো নয়, হাঁস-মুরগির ছোট ছানারা যে কী আদুরে-সেটা কি আর বলে দিতে হয়! ১৯ মার্চ এই অতি কাছের পাখি হাঁস-মুরগিদের প্রতি যত্নবান হওয়ার দিবস।

বিশ্ব গল্পবলা দিবস

২০ মার্চ

সে অনেক অনেক কাল আগে সুইডেনে চালু হয়েছিল এক দিবস। দিনটির নাম ছিল গল্পবলা দিবস! পরে সেটি পালিত হতে থাকে বিশ্বব্যাপী। ভূমিকা পড়ে নিশ্চয়ই বুঝতে বাকি নেই ২০ মার্চ দাদা-দাদি, দাদু-ঠাম্মা বা গল্প-বলিয়ে কোনো বন্ধুকে ধরে গল্প শোনার দিবস। এই দিনটা কিন্তু কোনোভাবেই মিস করো না!